বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

ঢাকা , বুধবার , ১৩ জুন, ২০১২ , ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯

সামাজিক ব্যবসা জনপ্রিয় করতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রয়োজন: ড. ইউনূস

Professor Muhammed Yunus
Speaks on
"Social Business"
at BRAC University

নিজস্ব প্রতিবেদক

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সাধারণ ব্যবসায় মুনাফা নিজের জন্য ব্যবহার করায় এর প্রতি মানুষের ঝোঁক বেশি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাতেও এ বিষয়টি শেখানো হয়। তাই বিদ্যমান কাঠামোতে সামাজিক ব্যবসা জনপ্রিয় করা সম্ভব নয়। এটি জনপ্রিয় করতে প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন। কারণ সামাজিক ব্যবসা মুনাফা করলেও মানুষের কল্যাণেই পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট ও এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম আয়োজিত সামাজিক ব্যবসাবিষয়ক বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার উদাহরণ হিসেবে ড. ইউনূস বলেন, ব্যাংকগুলোর কাজ ঋণ দেয়া। তবে ব্যাংক থেকে তারাই ঋণ পায় যাদের অর্থ বা কারিগরি জ্ঞান আছে। যারা যত বেশি বিত্তবান তারা তত বেশি ঋণ পায়। এটা প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা। এ পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ করে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক তাদেরই ঋণ দেয় যারা বেশি দরিদ্র। যারা যত বেশি দরিদ্র ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা তত বেশি অগ্রাধিকার পায়।

কাঠামোগত সমস্যা হিসেবে সাধারণ ব্যবসার মুনাফার কথা তুলে ধরে ড. ইউনূস বলেন, মুনাফা প্রবণতা মানুষকে অর্থ তৈরির যন্ত্রে পরিণত করে। তখন কেউ আর মানুষের কল্যাণের কথা ভাবে না। তবে বর্তমান তরুণ সমাজের মধ্যে মুনাফা প্রবণতা কম। তারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বেশি আগ্রহী। তাই সামাজিক ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, বর্তমানে সায়েন্স ফিকশন আছে, বিজ্ঞান নিয়ে নানা কল্পকাহিনী আছে। কিন্তু সামাজিক কোনো ফিকশন নেই। ২০ বছর আগে মানুষ ধারণা করতে পারত না প্রত্যেকের পকেটে সেলফোন বা ইন্টারনেট সংযোগ থাকবে। আবার আজ থেকে ২০ বা ৫০ বছর পরে মানুষ কোথায় যাবে, কী সামাজিক পরিবর্তন হবে তার কোনো ফিকশনও আমরা করতে পারিনি। তাই তরুণদের এখনই সামাজিক ফিকশন তৈরিতে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে সেগুলো বাস্তবায়নে মানুষ আগ্রহী হবে।

দারিদ্র্য প্রসঙ্গে এ নোবেল বিজয়ী বলেন, এটা দরিদ্রদের সৃষ্টি না। পদ্ধতির সমস্যা। এগুলো খুঁজে বের করা গেলে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, গ্রামীণ ব্যাংক শুধু ঋণ দেয় না, মানুষকে সঞ্চয়েও উদ্বুদ্ধ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের ৭৫ শতাংশ ঋণ এর সদস্যদের সঞ্চয় থেকে দেয়া হয়। এটা সরকারের বা দাতা সংস্থার কোনো তহবিলের ওপর নির্ভরশীল নয়।

সামাজিক ব্যবসা সম্পর্কে ড. ইউনূস বলেন, ‘সামাজিক ব্যবসায় মুনাফা নেয়ার রেওয়াজ নেই। এটা মানুষের মঙ্গলের জন্য। এখান থেকে এর উদ্যোক্তারা মুনাফা নিতে পারবেন না। আমরা টাকা উপার্জন করে যেমন আনন্দ পাই, তেমনি মানুষের সমস্যা দূর করতে পারলেও আনন্দ পাই। আর এ দুই তৃপ্তির মধ্যে সমন্বয় করতে পারে সামাজিক ব্যবসা।’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাবেক তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ড. আকবর আলি খান। তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এবি মির্জা আজিজুল ইসলাম, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলের পরিচালক মামুন রশীদ প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।